প্রথম আলো

তারিখ 13 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বেসরকারি মাধ্যমিকে চারু ও কারুশিক্ষার অবস্থা বেহাল

নিজাম সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম ●

দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে চারু ও কারুশিক্ষার বেহাল অবস্থা চলছে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে কোনো রকমে চালানো হচ্ছে আবশ্যিক এই শিক্ষা। জনবল কাঠামোয় এ বিষয়ে শিক্ষকের পদও সৃষ্টি করা হচ্ছে না।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান উর রশীদ *প্রথম আলোকে* জানান, চারু ও কারুকলা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু জনবল কাঠামোয় পদ না থাকায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই এ বিষয়ে ভাবতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির সূত্রমতে, ১৯৯৬ সাল থেকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে চারু ও কারুকলা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। এটিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বেসরকারি বিদ্যালয়ের জনবল কাঠামোতে এ বিষয়ে পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৯ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে অন্য বিষয়ের, বিশেষ করে মানবিক শাখার শিক্ষকদের দিয়ে এ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শহরের স্কুলগুলোতে চারু ও কারুকলা বিষয়ে মোটামুটিভাবে ধারণা রাখেন—এমন কাউকে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোতে এই শিক্ষার অবস্থা খুবই বেহাল।

> বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে কোনো রকমে চালানো হচ্ছে আবশ্যিক এই শিক্ষা

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ডক্টর শহীদুল্লাহ্ একাডেমির প্রধান শিক্ষক শিমুল কান্তি মহাজন বলেন, গ্রামের স্কুলগুলোতে কনিষ্ঠ শিক্ষকদের দিয়ে চারু ও কারুকলা বিষয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারছে না এবং তারা এতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা জরুরি।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চারু ও কারুকলা এবং শরীরচর্চা দুটি বিষয় মিলে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। দুটি বিষয়েই তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

চারু ও কারুকলা বইয়ের 'শিক্ষক নির্দেশিকা' অংশে বলা হয়েছে, 'বিষয়টি যেহেতু ছবি আঁকা ও কারুশিল্প এবং হাতেকলমে শেখার বিষয়, সেহেতু শিক্ষককে সচেতনভাবে ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী, নিয়ম ও পাঠ সহজে বুঝে নিতে সহযোগিতা করে যেতে হবে। উপকরণ সংগ্রহ করা, তার যথাযথ ব্যবহার, বিষয় নির্বাচন ইত্যাদি যাতে সঠিকভাবে হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।'

শিক্ষকেরা বলছেন, ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চারুকলায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হলেও প্রায় ১৯ হাজার বেসরকারি বিদ্যালয়ে তা করা হচ্ছে না। তাঁরা এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।